চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮

তারিখ: ০৬.০৮.২০২৫

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

পানিপ্রবাহ পরিস্থিতি পরিদর্শন করলেন মেয়র শাহাদাত

ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন ছাড়া জলাবদ্ধতা নিরসন সম্ভব নয়: চসিক মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন ভারী বৃষ্টির পর চট্টগ্রাম নগরীর পানিপ্রবাহ পরিস্থিতি সরেজমিনে পরিদর্শন করেছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। বুধবার (৬ আগস্ট) সকালে তিনি কাপাসগোলা, চকবাজার, কাতালগঞ্জ, মুন্সিপুকুর পাড়, বাদুরতলা ও টুপি ওয়ালা পাড়া এলাকার বিভিন্ন অংশ ঘুরে দেখেন এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন।পরিদর্শন শেষে মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, "নগরীর জলাবদ্ধতা সমস্যার স্থায়ী সমাধান করতে হলে সমন্বিত উদ্যোগের বিকল্প নেই। চসিকের আওতাধীন ড্রেনেজ ব্যবস্থার পাশাপাশি ওয়াসা, সিডিএ ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের নেতৃত্বে খাল ও ড্রেনসমূহ যথাযথভাবে পরিষ্কার ও সংস্কার করতে হবে। ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন ছাড়া জলাবদ্ধতা নিরসন সম্ভব নয়। এ জন্য নগরবাসীর সহায়তা ও আন্তঃসংস্থাগত সমন্বয় জরুরি।"তিনি আরও বলেন, "নগরবাসীকে জলাবদ্ধতার ভোগান্তি থেকে মুক্তি দিতে চসিকের পক্ষ থেকে জরুরি ভিত্তিতে ড্রেন পরিষ্কার, পাম্পের মাধ্যমে পানি নিষ্কাশন এবং ভাঙা-ধসে পড়া ড্রেন মেরামত করা হচ্ছে। তবে দীর্ঘমেয়াদি সমাধানের জন্য সরকারি বরাদ্দ বৃদ্ধি ও মেগা প্রকল্পের কাজ দ্রুত শেষ করার আহ্বান জানাই।"মেয়র আরও বলেন, "শুধু সরকারের ওপর দায়িত্ব ছেড়ে দিলে হবে না, নাগরিকদের নিজেদের দিক থেকেও দায়িত্বশীল হতে হবে। ড্রেন ও খালে আবর্জনা না ফেলা এবং নির্ধারিত স্থানে বর্জ্য ফেলার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। চসিক নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ করছে, কিন্তু জনগণ সচেতন না হলে এ সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়।" পরিদর্শনকালে মেয়রের সঙ্গে ছিলেন চসিকের সিনিয়র সহকারী সচিব জিল্লুর রহমান, বিএনপি নেতা কামরুল ইসলাম, চসিকের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ ও স্থানীয় ওয়ার্ড নেতৃবৃন্দ। স্থানীয় বাসিন্দারা তাদের বিভিন্ন পরামর্শ তুলে ধরে মেয়রের কাছে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান।

"স্মৃতিতে জুলাই" সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা ও পুরস্কার বিতরণী সভায় ডাক্তার শাহাদাত হোসেন

গণঅভ্যুত্থানের অর্জন ধরে রাখতে হবে

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন মেয়র ডাক্তার শাহাদাত হোসেন বলেছেন, জুলাই গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে আমরা বৈষম্য ও ফ্যাসিবাদমুক্ত নতুন বাংলাদেশ পেয়েছি। গণঅভ্যুত্থান একটি গণআন্দোলনই নয়, এটি একটি পূনর্জাগরণ। সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এ অর্জন ধরে রাখতে হবে। আজ ঐতিহাসিক জুলাই গণ-অভ্যুত্থান দিবস। বৈষম্যমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা ও ফ্যাসিবাদী অপশাসনের বিরুদ্ধে ছাত্র-শ্রমিক-জনতা সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তুলে ২০২৪ সালের আজকের এই দিনে চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে। জুলাই গণ-অভ্যুত্থান ছিল ‘দীর্ঘদিনের বঞ্চনা, দুঃশাসন, দুর্নীতি, লুটপাট, গুম, খুন, অপহরণ, ভোটাধিকার হরণসহ সব ধরনের অত্যাচার, নিপীড়নের বিরুদ্ধে’ তরুণ প্রজন্ম ও আপামর জনতার ক্ষোভের বিস্ফোরণ। এই বৈষম্যমূলক ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থা বিলোপ করে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা, জনগণের ক্ষমতায়ন এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে সুনিশ্চিত করাই ছিল জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের মূল লক্ষ্য। একটি সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে ফ্যাসিবাদের মূলোৎপাটন করে জুলাইয়ের চেতনার পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন করতে হবে। পতিত স্বৈরাচার ও তার স্বার্থলোভী গোষ্ঠী এখনো দেশকে ব্যর্থ করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। দলমত নির্বিশেষে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে এই ষড়যন্ত্রকে মোকাবিলা করতে হবে। আসুন সবাই মিলে আমরা এমন এক বাংলাদেশ গড়ে তুলি, যেখানে আর কোনো স্বৈরাচারের ঠাঁই হবে না।

তিনি ড়তকাল ৫ আগস্ট (সোমবার) রাত সাড়ে ৯ টায় ঐতিহাসিক ৩৬ জুলাই- ছাত্রজনতার গণঅভ্যুত্থান স্মরণে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ট্রেইনী ডক্টর'স এসোসিয়েশন, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল কর্তৃক আয়োজিত "জুলাই বিপ্লব উদযাপন" সপ্তাহের সমাপনী অনুষ্ঠান "স্মৃতিতে জুলাই" সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা ও পুরস্কার বিতরণী সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।তিনি আরো বলেন, জুলাই অভ্যুত্থান ছিল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ১৬ বছরের প্রচেষ্টা। তাই, গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন এখন সরকারের মৌলিক দায়িত্ব। ৩১ দফা হচ্ছে বাংলাদেশের গণতন্ত্র ও মানুষের ভোটাধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার রূপরেখা। এই কর্মসূচি বাস্তবায়নে সকলকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। জুলাই-আগষ্ট আন্দোলনের মূল নায়ক ছিলেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। জুলাই

আগস্টের আন্দোলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবশ্যই, কিন্তু সে আন্দোলনেও সবচেয়ে বেশি ভূমিকা বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি ও তার অঙ্গসংগঠনের। ২০২৪ এর গণঅভ্যুত্থানে দেখিয়ে দিয়েছেন, তরুণদের অধিকার ক্ষুন্ন হলে, তাদের অবহেলা করা হলে, তাদের দমনের চেষ্টা করা হলে, তারা রুখে দাঁড়াতে জানে, তারা পাথরকে ভেঙে চুরমার করতে পারে। এই তারুণ্যের শক্তিতেই আগামীর বাংলাদেশ বিশ্বকে নেতৃত্ব দেওয়ার সক্ষমতা অর্জন করবে।

ডাক্তার তানভীর হাবিব তানহার সভাপতিত্বে ও অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম সম্পাদক ডাক্তার আসহাব মেহরাজ আসিফ, চট্টগ্রাম মেডিকেল ড্যাব শাখার সভাপতি ডাক্তার মোঃ জসিম উদ্দিন, চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট মেম্বার ডাক্তার তমিজ উদ্দিন আহমেদ মানিক, ড্যাব চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সভাপতি ডা: আব্বাস উদ্দিন, চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের সসদস্য সচিব জাহিদুল করিম কচি, এনডিএফ'র কেন্দ্রীয় সহ সভাপতি ডা: এ কে এম ফজলুল হক, ডা: বেলায়েত হোসেন ঢালি, ডা: ঈসা চৌধুরি, ডা: সারোয়ার আলম।এতে আরো বক্তব্য রাখেন এসোসিয়েশিনের সি. সহ-সভাপতি ডাক্তার সাইফুদ্দিন সোহাগ, সাধারণ সম্পাদক ডাক্তার মোনাইম ফরহাদ, স্বাগত বক্তব্য দেন ডাক্তার নুরুল ইসলাম, ডা: মাহমুদুল হাসান, ডা: তাশদীদ আনান, ডা: জুয়েল, ডা: রাকেশ, ডা: রাকিব, ডা. শ্রীপূর্ণা, ডা: মিজান, ডা. তারেক সহ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।ডাক্তার ফজলুল হক বলেন, আমরা এমন একটি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে চাই, যেখানে রাষ্ট্র তার নাগরিকদের ধর্ম ও সাংস্কৃতিক বিশ্বাসের জন্য অধিকারের ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য করবে না। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র মানেই অসাম্প্রদায়িক একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থা। ড্যাবের প্রেসিডেন্ট ডাক্তার মো: জসিমুদ্দিন বলেন, দীর্ঘ ১৬ বছর ফ্যাসিস্টদের নির্মম অত্যাচার, নির্যাতন, গ্রেফতার হত্যা, খুন, গণতন্ত্র ধ্বংস এবং একদলীয় শাসনব্যবস্থা চিরস্থায়ী করতে চেয়েছিল আওয়ামী শাসক গোষ্ঠী। ছাত্র-জনতার সম্মিলিত অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ফ্যাসিবাদদের পতন ঘটেছে। সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে নতুন করে বাংলাদেশ গড়ার।

জনদুর্ভোগ কমাতে সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে: মেয়র ডা. শাহাদাত

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেছেন, "জনগণের দুর্ভোগ কমাতে হলে শুধু কথায় নয়, কাজের মাধ্যমে প্রমাণ দিতে হবে। কেউ দায়িত্ব পালনে অবহেলা করলে ছাড় দেওয়া হবে না।" বুধবার লালদিঘী চসিক পাবলিক লাইব্রেরি সম্মেলন কক্ষে টিসিবি কার্ড বিতরণ ও নগর পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম নিয়ে আয়োজিত সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
এসময় মেয়র বলেন, আজকে মূলত আপনাদের সাথে যে মত বিনিময়ের আয়োজন করা হয়েছে তার কারণ হল সাম্প্রতিক সময়ে কিছু সমস্যা আমার চোখে পড়ছে। যেগুলো অত্যন্ত জনসম্পৃক্ত। যেগুলোর কারণে আমি মনে করছি কর্পোরেশনের ভাবমূর্তি এজ ওয়েল এজ আমাদের ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে। এগুলো হচ্ছে প্রত্যেকটা ওয়ার্ডে ঝুকিপূর্ণ স্ল্যাব ও ম্যানহোল। খাল-নালা পরিষ্কারে গাফিলতি। ময়লা আবর্জনা পরিষ্কারে গাফিলতি। মশক নিধন অভিযানে শৈথিল্য। রাস্তার গর্ত। এ সমস্যাগুলো সমাধান করতে চাই।
স্ল্যাব প্রসঙ্গে মেয়র বলেন, যেহেতু খাল-নালার স্ল্যাবগুলো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার সাথে সম্পর্কিত আর স্ল্যাব খুলে কিন্তু ময়লাগুলো নিতে হচ্ছে এবং সাম্প্রতিক নালাগুলো আমরা ক্লিন করেছি সেহেতু আমি আপনাদেরকে সতর্ক করতে চাই যাতে দ্রুত এগুলো ক্লিন করার পরে আবার যাতে ঢেকে দেওয়া হয়। যেকোনো মুহূর্তে যেগুলো এক্সিডেন্ট করতে পারে। আজকে আমি চকবাজার, কাপাসগোলা, উর্দুগলি, মুন্সিপুকুর পাড়, কাতালগঞ্জ, বৌদ্ধ মন্দির এসব জায়গায় আমি আজকে ঘুরেছি। আমি দেখেছি বিভিন্ন নালা পরিষ্কার করার জন্য স্ল্যাবগুলো তারা খুলছে।"উন্মুক্ত খাল-নালা জীবনের ঝুঁকি তৈরি করছে। এজন্য সিভিল এবং পরিচ্ছন্ন বিভাগের সুপারভাইজাররা এ বিষয়টির সমাধান করবেন। আপনারা ঝুকিপূর্ণ স্ল্যাব এবং উন্মুক্ত যত নালা পাবেন সেগুলো দেখবেন। এ ব্যাপারে তালিকা করে আপনারা ওয়ার্ড ভিত্তিক একটা বাজেট করে ফেলবেন। ওয়ার্ড ভিত্তিক বাজেট করে সিভিলের সুপারভাইজাররা এটা চিফ ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের কাছে এবং পরিচ্ছন্ন বিভাগের সুপারভাইজাররা প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তার কাছে জমা দিবেন। আগামী বুধবার আমি আবারো আপনাদের সাথে বসে এ ব্যাপারে জবাবদিহি নিব।যেসব জায়গায় খাল বা নালায় স্ল্যাব উন্মুক্ত ফেলে রাখা হয়েছে, সেগুলো লাল পতাকা দিয়ে চিহ্নিত করবেন। পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমে গাফিলতির জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করে মেয়র বলেন, "ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কারের পারফরম্যান্স দিন দিন খারাপ হচ্ছে। শুরুতে দুই-তিন মাস ভালো ছিল, কিন্তু এখন স্ট্যান্ডার্ডের নিচে নেমে গেছে। প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তাকে বলছি, সুপারভাইজারদের নিয়ে বসে ওয়ার্ডভিত্তিক কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখুন। কোনো অজুহাত শুনব না।"তিনি বলেন, "আমি যেকোনো সময় না বলে রাতে ওয়ার্ড পরিদর্শনে যেতে পারি। সেখান গিয়ে যদি দেখি পরিচ্ছন্নতার দায়িত্বে কেউ নেই, তাহলে দায় আপনাদের নিতে হবে। চাকরি হারালে আর কোনো অজুহাত গ্রহণযোগ্য হবে না।"মশক নিধন অভিযানেও অসন্তোষ প্রকাশ করে মেয়র বলেন, "অনেক ওয়ার্ডে মশক নিধনের কার্যক্রম এখন অনেকটাই কমে গেছে। আগ্রাবাদে গিয়ে দেখলাম, যতক্ষণ আমি ছিলাম ততক্ষণ স্প্রে করা হয়েছে, পরে কাজ বন্ধ। এভাবে হবে না। অভিযানগুলো তদারকি করে নিয়মিত চালাতে হবে। প্রয়োজনে ম্যাজিস্ট্রেসি পাওয়ার প্রয়োগ করতে হবে।"টিসিবি কার্ড বিতরণের ধীরগতিতে ক্ষোভ প্রকাশ করে মেয়র বলেন, তিনি বলেন, "টিসিবির মাত্র ৪০ হাজার কার্ড একটিভ হয়েছে। আমি নিজেই ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে গিয়ে দেখব কী অবস্থা। কার্ড বিতরণের সংখ্যা এক হাজারের নিচে থাকা ওয়ার্ডগুলো তালিকা করে পরিদর্শনে যাব। প্রতিদিন অন্তত দুইটি করে ওয়ার্ড ভিজিট করব। পারফরমেন্স যদি ভালো না হয়, আমি নিজেই যাচাই করব।"গরিব ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত জনগোষ্ঠীকে অগ্রাধিকার দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে মেয়র বলেন, "টিসিবি কার্ড বিতরণে শুধু প্রকৃত গরিবদের নাম থাকতে হবে। নিম্ন-মধ্যবিত্তরাও প্রাধান্য পাবে। ধনী মানুষকে কার্ড দেওয়ার কোনও সুযোগ নেই। কেউ যদি অনিয়ম করে, সে আমার ছোট ভাই হলেও ছাড় দেওয়া হবে না। দুর্নীতি করলে চাকরিও থাকবে না।"তিনি আরও বলেন, "টিসিবি কার্ড বিতরণ কার্যক্রমের মধ্যে কোন ওয়ার্ডে কী সমস্যা রয়েছে, সরেজমিনে গিয়ে তা চিহ্নিত করব এবং ওয়ার্ডভিত্তিক সেবা কার্যক্রমের গতি ত্বরান্বিত করব। গরিব ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত জনগণের জন্য এই সেবা নিশ্চিত করতে হবে।"ডেঙ্গু ও চিকনগুনিয়া পরিস্থিতি নিয়ে মেয়র বলেন, "চিকনগুনিয়া ও ডেঙ্গু—দুটোই মশার মাধ্যমে ছড়ায়। পরিষ্কার পানিতে জমে থাকা লার্ভা থেকে এই রোগের বিস্তার ঘটে। তাই বাড়ির আঙিনায়,

নির্মাণাধীন ভবনে, পলিথিন, প্লাস্টিক, ডাবের খোসা—যেখানেই পানি জমে সেখানে সতর্ক হতে হবে। প্রয়োজনে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। চিকনগুনিয়ায় জয়েন্টে ব্যথা বেশি হয়, ডেঙ্গুতে সারা শরীরে ব্যথা হয় ও শক হয়ে মৃত্যু ঝুঁকি থাকে। তাই জ্বর হলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।"প্রকৌশল বিভাগের উদ্দেশ্যে মেয়র বলেন, "আমি নিউ মার্কেট থেকে টাইগারপাস পর্যন্ত রাস্তার গর্ত দেখে এসেছি। এটা সহ্য করা যায় না। তাই দ্রুত তালিকা করে ৪১ ওয়ার্ডে রাস্তার গর্ত সংস্কারের কাজ শুরু করতে হবে। এক সপ্তাহের মধ্যে কাজ শুরুর প্রস্তুতি নিতে হবে।"তিনি আরো বলেন, "যেসব বাড়ি খালের পাশে অবস্থিত, যেসব গার্মেন্টস আবাসিক এলাকায় গড়ে উঠেছে, সেগুলো খাল-নালায় বর্জ্য ফেললে চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নিতে হবে। খাল-নালার তালিকা করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ জোরদার করতে হবে।"মেয়র সকল বিভাগকে সমন্বিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, "আমরা শতভাগ আন্তরিকভাবে জনগণের জন্য কাজ করতে চাই। দায়িত্ব পালনে কেউ অবহেলা করলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন চসিকের সচিব মো. আশরাফুল আমিন, প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা কমান্ডার ইখতিয়ার উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, প্রধান প্রকৌশলী আনিসুর রহমানসহ চসিকের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮